অন্ত্য-লীলা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥ ১

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥ ২

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে ভক্তাঃ! নিত্যং সর্ব্বদা মুদা হর্ষেণ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই দ্বাদশ-পরিচ্ছেদে গৌড় হইতে সস্ত্রীক ভক্তগণের নীলাচলে গমন, জগদানন্দের তৈলভাণ্ড-ভঞ্জন, জগদানন্দের প্রেমাভিমান ও প্রভুকর্তৃক তাঁহার অভিমান-ভঞ্জনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। ভক্তাঃ (হে ভক্তগণ)! মুদা (আনন্দের সহিত) নিত্যং (সর্ব্বদা) চৈতন্যচরিতামৃতং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) শ্রূয়তাং (শ্রবণ কর) শ্রূয়তাং (শ্রবণ কর) গীয়তাং (গান কর) গীয়তাং (গান কর) চিন্ত্যতাং (স্মরণ কর) চিন্ত্যতাম্ (স্মরণ কর)।

অনুবাদ। হে ভক্তগণ! আনন্দের সহিত তোমরা সর্ব্বদাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ কর শ্রবণ কর, গান কর গান কর, এবং স্মরণ কর স্মরণ কর। ১

শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ব্রজলীলা-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-লীলার স্মরণও অবশ্য কর্তব্য, ইহা মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে ৯০ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ-দাস-গোস্বামীও "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।৷১৷১০৷৯৮॥" করিতেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল"—নামক গ্রন্থে নবদ্বীপের অষ্টকালীয়-লীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ লীলা যে ভক্তগণের নিত্য স্মরণীয়, তাহাও তিনি সেই গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—"তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যাং সদা সত্তমৈঃ।" পদকর্ত্তা মহাজনগণও গৌরের অষ্টকালীয়-নিত্যলীলা এবং নৈমিত্তিক-লীলা তাঁহাদের পদাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২। **কৃপা-পূর্ণান্তর**—যাঁহাদের অন্তর (অন্তঃকরণ) জীবগণের প্রতি কৃপায় পরিপূর্ণ।

৩। **অতঃপর**—শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের তিরোধানের পর হইতে। **বিষণ্ণ অন্তর**—চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ।

হরিদাস-ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পরে প্রভুর চিত্ত-বিষণ্ণতার হেতু কি? প্রভুর লীলার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—একটী বহিরঙ্গ জগতে ভক্তি-প্রচার করা। আর একটী অন্তরঙ্গ—স্বয়ং রাধাভাবে ব্রজরস আস্বাদন করা। হরিদাসঠাকুর-

'হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ যাঙ্, কাহাঁ পাঙ্, মুরলীবদন ॥' ৪
রাত্রিদিনে এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে ॥ ৫
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সভে করিলা গমন ॥ ৬
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্যগোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা একঠাঞি ॥ ৭
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সভে নবদ্বীপে আসি ॥ ৮
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১০
শিবানন্দপত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥ ১১
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত, কে করে গণন ? ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারা প্রভুর বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়াছিল, হরিনাম প্রচারদ্বারা তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। প্রভুর বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় হরিদাসও অন্তর্দ্ধানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং প্রভুও তাহা অনুমোদন করিলেন। এখন হইতে প্রভু কেবল অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কার্য্যেই ব্যাপৃত —অর্থাৎ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনই এখন হইতে প্রভুর মুখ্য কার্য্য হইল। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই প্রভুর চিত্ত সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত।

কৃষ্ণের বিয়োগদশা—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-অবস্থা। **স্ফুরে**—প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয়। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

৪। কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধাভাবে প্রভু সর্ব্বদাই এইরূপ আক্ষেপ করিতেন—"হে আমার সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণকারী কৃষ্ণ! হে আমার প্রাণবল্লভ! হে অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজ-রাজ-নন্দন! তোমার বিরহে আমার প্রাণ-ধারণই অসম্ভব হইয়াছে; বল আমি কোথায় যাইব, কোথায় গেলে তোমাকে পাইব, বল নাথ! তোমার মোহনমুরলী-ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া আমরা মন-প্রাণ সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি; এখনও যেন তোমার মধুর মুরলী-ধ্বনি আমাদের কানে শুনা যাইতেছে; কিন্তু হে মুরলীবদন! তোমাকে তো দেখিতেছি না! কিরূপে তোমার দর্শন পাইব নাথ!"

৫। রাত্রিদিনে—দিনে এবং রাত্রিতে, সর্ব্বদাই। **এই দশা**—এইরূপ বিরহ-জনিত আক্ষেপ। **স্বাস্থ্য**—সোয়াস্তি; দুঃখের অভাব। **কষ্টে**—বিরহ-যন্ত্রণায়। **গোঙায়**—কাটায়।

৬। **করিলা গমন**—নীলাচলে গমন করিলেন।

৭। **আচার্য্য গোসাঞি**—অদ্বৈত প্রভু।

৯। **নিত্যানন্দ প্রভুরে**—নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি। **প্রভুর আজ্ঞা নাই**—নীলাচলে যাওয়ার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ নাই। গৌড়ে থাকিয়া ভক্তি-প্রচার করার নিমিত্তই তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। ৩।১০।৪-৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চৈতন্য গোসাঞি**—মহাপ্রভুকে।

১০। **শ্রীনিবাস চারি ভাই**—শ্রীবাসেরা চারি ভাই; শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। **মালিনী**—শ্রীবাসের পত্নীর নাম।

১১। **শিবানন্দ পত্নী**—শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নী। **ঝালি সাজাইয়া**—মহাপ্রভুর ভোজনের নিমিত্ত পেটরার মধ্যে নানাপ্রকার দ্রব্য লইয়া।

১২। **দত্ত**—শ্রীবাসুদেব দত্ত। **গুপ্ত**—শ্রীমুরারি গুপ্ত। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

শচীমাতা দেখি সভে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৩
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥ ১৪
সভার সব কার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৫
একদিন সবলোক ঘাটিয়ালে রাখিলা।
সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা ॥ ১৬
সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনে বাসাস্থান নাহি মিলে ॥ ১৭
নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া—॥ ১৮
তিন পুত্র মরুক শিবার, এভো না আইল।
ভোখে মরি গেলোঁ, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥১৯
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। **শচীমাতা দেখি**—শচীমাতাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার আদেশ লইয়া। **ঘাটি সমাধান**—পথকরাদি দান। **সভাকে পালন করি**—সকলেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া। **সুখে**—যাহাতে কাহারও কোনও কষ্ট না হয়, যাহাতে সকলেই সুখে থাকিতে পারে, এই ভাবে।

১৫। **উড়িয়া পথের সন্ধান**—উড়িষ্যায় (পুরীতে) যাওয়ার (অথবা উড়িষ্যার) পথ শিবানন্দ চিনিতেন।

১৬। **ঘাটিয়ালে**—ঘাটিওয়ালা ; পথকর আদায়ের কর্ম্মচারী।

একদিন এক ঘাটিতে পথকর আদায়ের কর্ম্মচারী সকল ভক্তকেই আটক করিয়া রাখিয়াছিল ; শিবানন্দসেন পথকর দিবেন বলিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া দিলেন এবং নিজে দেনা-চুকাইবার নিমিত্ত ঘাটিতে রহিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ঘাটি-আলে" স্থলে "ঘাটিতে" পাঠ আছে। **ঘাটিতে**—পথকর আদায়ের স্থানে।

একলা—একাকী।

১৭। ঘাটি হইতে সকলে গ্রামের ভিতর গিয়া এক গাছতলায় বসিয়া রহিলেন ; কোনও বাসা ঠিক করিতে পারিলেন না ; কারণ, শিবানন্দ তখনও ঘাটিতে রহিয়াছেন ; শিবানন্দ না হইলে অপর কেহই বাসাস্থান ঠিক করিতে পারেন না।

১৮। **ভোখে**—ক্ষুধায়। **ব্যাকুল**—অস্থির। বাসা ঠিক করিতে না পারিলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা যায় না ; শিবানন্দের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। গালির কথা পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত আছে। শীঘ্র শীঘ্র সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দের ক্ষুধার জ্বালা দূর করার নিমিত্তই বোধ হয় ভক্তবৎসল নিতাইচাঁদের এই ভঙ্গী।

শিবানন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই শ্রীনিতাইচাঁদের ক্ষুধা-ব্যাকুলতার প্রকটন। তাহা পরে দেখা যাইবে।

১৯। এই পয়ার শ্রীনিতাইচাঁদের গালি। **শিবার**—শিবানন্দের। **এভো**—এখনও। "অবহু"-পাঠান্তর। **ভোখে মরি গেলোঁ**—ক্ষুধায় মরিয়া গেলাম। ইহা শ্রীনিতাইচাঁদের বাস্তবিক গালি বা অভিসম্পাত নহে ; পরমকরুণ শ্রীনিতাইচাঁদ অনুগত ভক্তের অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না। ইহা শিবানন্দের প্রতি নিতাইচাঁদের আশীর্ব্বাদ। "তিন পুত্র মরুক শিবার" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই :—তিন পুত্রের প্রতি শিবানন্দের আসক্তি নষ্ট হউক ; অথবা, শিবানন্দের নিষ্ঠা পরীক্ষার নিমিত্তই প্রভু এইরূপ কথা বলিলেন—পুত্রের প্রতিই শিবানন্দের বেশী প্রীতি, না নিতাইচাঁদের প্রতিই বেশী প্রীতি, ইহা জানিবার (বা জগতে জানাইবার) নিমিত্ত। ভগবৎ-প্রীতির কি লক্ষণ, শিবানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ জগতের জীবকে তাহা জানাইলেন।

২০। **শুনি**—নিতাইচাঁদের গালি শুনিয়া। **কান্দিতে লাগিল**—বাৎসল্যবশতঃ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া।

শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া—।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥ ২১
তেঁহো কহে—বাউলি ! কেনে মরিস্ কান্দিয়া।
মরুক্ মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥ ২২
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তারে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ২৩
আনন্দিত হৈল শিবাই পদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘর গিয়া ॥ ২৪
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা—॥ ২৫
আজি মোরে 'ভৃত্য' করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেন অপরাধ ভৃত্যের, তেন ফল দিলা ॥ ২৬
শাস্তি-চ্ছলে কৃপা কর, এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ? ২৭
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৮
আজি মোর সফল হৈল জন্ম-কুল-কর্ম্ম।
আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২। **বাউলি**—পাগ্‌লি ; প্রীতিসূচক সম্ভাষণ। বাউলি-শব্দের ধ্বনি এই যে—"গৃহিণি ! তুমি নিতাইচাঁদের গালির মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই।" **তাঁর বালাই**—শ্রীনিতাইচাঁদের দুঃখ কষ্ট নিয়া।

২৩-২৪। **লাথি মাইল**—লাথি মারিল। প্রণয়রোষ দেখাইয়া প্রভু শিবানন্দকে লাথি মারিলেন। **পাদ-প্রহার**—লাথি। **আনন্দিত হৈল**—নিজ দেহে প্রভুর পাদস্পর্শে নিজের বিশেষ সৌভাগ্য মনে করিয়া শিবানন্দ আনন্দিত হইলেন। **গৌড়-ঘর**—সেই দেশে গৌড়-নামে একজাতীয় লোক আছে; তাহাদের ঘরে শিবানন্দ বাসা ঠিক করিলেন।

২৬। **ভৃত্য**—শ্রীচরণের দাস।

যেন—যেরূপ। **তেন**—সেইরূপ। "তেন"-স্থলে "যোগ্য"-পাঠান্তর।

২৭। **শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর**—শাস্তি দেওয়ার ছলে অনুগ্রহ কর। লাথি দেওয়াটা শাস্তি ; কিন্তু লাথি দেওয়ার ছলে প্রভু শিবানন্দের দেহে চরণ-স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শাস্তি পাওয়া দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই দুঃখের বিষয়েও শিবানন্দের যে আনন্দ হইল, ইহাই তাঁহার গাঢ় অনুরাগের লক্ষণ। **চরিত্র**—আচরণের রহস্য।

২৮। শিবানন্দের আনন্দের হেতু কি, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মা আমা হইতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেই ব্রহ্মার পক্ষেও তোমার চরণ-ধূলি দুর্লভ ; আর আমি নিতান্ত অধম; তথাপি তুমি আমাকে ঐ ব্রহ্মাদির দুর্লভ চরণ-স্পর্শ দিলে—ইহা তোমার কৃপাজনিত আমার সৌভাগ্যই।"

তনু—দেহ।

২৯। **প্রভু**, তোমার চরণ-রজঃ-স্পর্শে আজ আমার সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল ; আজ আমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইল, আজ আমার সৎকুলে জন্ম সার্থক হইল ; ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে আমি যাহা কিছু (কর্ম্ম) করিয়াছি, আমার তৎসমস্তই আজ সার্থক হইল ; কারণ, তোমার চরণ-রজের কৃপায় আজ আমি কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম (প্রেম-ভক্তি) পাইলাম।

কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-ভক্তিই (কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কৃষ্ণসেবাই) অর্থ (উদ্দেশ্য) যে কামের (কামনার), তাহাই কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম। কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ কামরূপ ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম, কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময় ধর্ম্ম ; প্রেমভক্তি। "ধর্ম্ম"-স্থলে "মর্ম্ম"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কামই মর্ম্ম (গূঢ় উদ্দেশ্য) যাহার, তাহা ; প্রেমভক্তি।

শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত-মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩০

আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান ॥ ৩১

নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারে—করে তার হিত ॥ ৩২

শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান—॥ ৩৩

চৈতন্যপারিষদ, মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি, তারে মারে লাথি ॥ ৩৪

এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৫

পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত !
আগে পেটাঙ্গি উতার ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, অর্থ, কাম এবং ধর্ম্ম—অর্থ-কাম-ধর্ম্ম; কৃষ্ণভক্তিরূপ অর্থ-কাম-ধর্ম্ম; অর্থাৎ পুরুষার্থই বলুন, কামই (সর্ব্ববিধ কামনার বস্তুই) বলুন, আর ধর্ম্মই বলুন—সমস্তই আমার এক কৃষ্ণ-ভক্তি; এতাদৃশী কৃষ্ণভক্তি আমি আজি পাইলাম। মূল-ভক্ততত্ত্ব-সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলেই প্রেমভক্তি পাওয়া যায়।

৩০। **শুনি**—শিবানন্দের কথা শুনিয়া।

৩১। **করে সমাধান**—যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই তাহাকে দেন।

৩২। **বিপরীত**—অদ্ভুত; বিচিত্র। "ক্রুদ্ধ হঞা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে বৈপরীত্য দেখাইতেছেন। **ক্রুদ্ধ হঞা** ইত্যাদি—লাথিদ্বারা ক্রোধই সূচিত হয়; যাহার প্রতি লোক ক্রুদ্ধ হয়, সে সাধারণতঃ তাহার অনিষ্টই করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদের আচরণ তাহার উল্টা; শিবানন্দকে তিনি ক্রোধসূচক লাথি মারিলেন; কিন্তু তাঁহার অনিষ্ট না করিয়া করিলেন তাঁহার হিত, উপকার। **করে হিত**—উপকার করেন; চরণ-রজঃ দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

৩৩। **মামার**—শিবানন্দের। **অগোচরে**—অসাক্ষাতে। **করি অভিমান**—শ্রীনিতাইচাঁদের লাথি মারার মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া।

৩৪। **চৈতন্য-পারিষদ** ইত্যাদি—শ্রীকান্ত বলিলেন—"শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বলিয়া আমার মাতুলের খ্যাতি আছে; অথচ শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাকে লাথি মারিলেন; নিত্যানন্দ-গোস্বামীর এ কেমন ঠাকুরালী, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।" শ্রীকান্তের কথার ধ্বনি এই যে—"মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দকে লাথি মারা শ্রীনিতাইচাঁদের সঙ্গত হয় নাই।" **ঠাকুরালী**—প্রভুত্ব।

৩৫। **আগে চলি যান**—সকলের আগেই নীলাচলাভিমুখে রওনা হইলেন। **সঙ্গ ছাড়ি**—সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দকে ছাড়িয়া।

৩৬। **পেটাঙ্গি**—জামা। **গায়**—দেহে। **করে দণ্ডবৎ নমস্কার**—মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। **উতার**—খোল।

শ্রীকান্ত জামা গায়ে রাখিয়াই প্রভুকে নমস্কার করিলেন; ইহা দেখিয়া প্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীকান্ত! আগে জামা খোল, তারপর খালিগায়ে প্রভুকে দণ্ডবৎ করিও।"

বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলে সাত জন্ম পর্য্যন্ত দেহে শ্বেতকুষ্ঠ হয় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। "বস্ত্রেণাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্। শিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্তজন্মনি ভাবিনী ॥—তন্ত্র।" বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবৎ-প্রণামে সেবাপরাধও হয়। তাই গোবিন্দ শ্রীকান্তকে জামা খোলার কথা বলিলেন।

প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে উহার সুখ ॥ ৩৭
'বৈষ্ণবের সমাচার' গোসাঞি পুছিল।
একে একে সভার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥ ৩৮
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুর বাক্য শুনি।
'জানিল, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি ॥' ৩৯
'শিবানন্দে লাথি মাইলা' ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪০
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সভার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥ ৪১
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সভারে দেখাইল।
মহাপ্রসাদভোজনে সভারে বোলাইল ॥ ৪২
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল ॥ ৪৩
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
'পরমানন্দদাস' নাম সেন জানাইল ॥ ৪৪
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—॥ ৪৫
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **প্রভু কহে**—গোবিন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন। **মনোদুঃখ**—শিবানন্দের প্রতি শ্রীনিতাই-চাঁদের ব্যবহারে মনের দুঃখ। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নিতাইচাঁদের লাথির কথা জানিতে পারিয়াছেন।

৩৮। **একে একে** ইত্যাদি—যত বৈষ্ণব নীলাচলে আসিতেছিলেন, শ্রীকান্ত একে একে তাঁহাদের সকলের নাম ও সংবাদ জানাইলেন।

৩৯। প্রভু যখন গোবিন্দকে বলিলেন, "শ্রীকান্ত মনোদুঃখ পাইয়া আসিয়াছে।" তখনই শ্রীকান্ত অনুমান করিলেন যে, "সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমি না বলিতেই সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন।"

৪০। **শিবানন্দে** ইত্যাদি—শ্রীনিতাইচাঁদ শিবানন্দকে যে লাথি মারিয়াছেন, একথা প্রভুর চরণে নিবেদন করার (নালিশ করার) নিমিত্তই শ্রীকান্ত আগে আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আপনা-আপনিই সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন, তখন আর ওসব কথা কিছুই বলিলেন না।

৪১। **স্ত্রীসব** ইত্যাদি—প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৌড় হইতে যে সকল স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই প্রভুর নিকটে আসিলেন না, দূরে থাকিয়াই প্রভুকে দর্শন করিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন নিষেধ বলিয়াই তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলেন না।

৪২। **মহাপ্রসাদ ভোজনে**—মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার নিমিত্ত প্রভুর বাসায় সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন।

৪৩। **শিবানন্দ সম্বন্ধে**—শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া; তাঁহারা শিবানন্দের পুত্র বলিয়া। **সভায়**—তিন পুত্রের সকলকে।

৪৪। **নাম পুছিল**—শিবানন্দের ছোট পুত্রের কি নাম, তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। **সেন**—সেন শিবানন্দ।

৪৫। **পূর্ব্বে**—পূর্ব্ব কোনও এক বৎসর। **যবে**—যখন। **প্রভুস্থানে**—নীলাচলে। **তবে**—তখন; শিবানন্দের নীলাচলে থাকা-কালে।

৪৬। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলেন, পুরীতে অবস্থান-সময়েই শিবানন্দ-পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হইবে এবং সেই গর্ভে একটী পুত্র জন্মিবে; তাই প্রভু বলিলেন, "এবার তোমার যে পুত্রটী হইবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও।" সম্ভবতঃ পুরীতে গর্ভ সঞ্চার হইবে বলিয়াই প্রভু পুরীদাস নাম রাখিলেন।

অথবা, পুরীদাসের প্রাকট্যের প্রয়োজন মনে করিয়াই প্রভু ইঙ্গিতে শিবানন্দকে জানাইলেন,—"তোমাদের গৃহেই পুরীদাস প্রকট হইবেন এবং তোমাদের নীলাচলে অবস্থান-কালেই পুরীদাস মাতৃ-গর্ভ-আশ্রয় করিবেন।"

তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥ ৪৭
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দদাস'।
'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস ॥ ৪৮
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ ৪৯
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫০
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন—॥ ৫১
শিবানন্দের প্রকৃতি-পুত্র যাবত এথায়।
আমার অবশেষপাত্র তারা যেন পায় ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিবানন্দের যে পুত্রের কথা এস্থলে লিখিত হইয়াছে, প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"পরমানন্দ-দাস, (৩।১২।৪৮)" উপহাস করিয়াই প্রভু তাঁহাকে পুরীদাস বলিতেন। এই পুরীদাসই কবি-কর্ণপূর।

একটী কথা এস্থলে মনে রাখিতে হইবে। সেন-শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর; প্রাকৃত জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় তাঁহাদের গ্রাম্য ব্যবহার সম্ভব নহে; কারণ, স্বসুখ-বাসনাই তাঁহাদের থাকিতে পারে না। তাঁহারা মহাপ্রভুর নরলীলার পরিকর বলিয়াই তাঁহাদের নরবৎ আচরণ। তাঁহাদের পুত্ররূপে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবৎ-পরিকর; নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদেরও জন্মাদি-প্রকটনের প্রয়োজন; তাই শিবানন্দাদির পক্ষে কেবল মাত্র লীলার সহায়তার নিমিত্ত, প্রাকৃত নর-নারীবৎ ব্যবহার।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সেন শিবানন্দ ছিলেন ব্রজলীলার বীরাদূতী; আর তাঁহার পত্নী ছিলেন ব্রজলীলার বিন্দুমতী। "পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম। ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদস্য সা জননী মম॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৭৬॥" পুরীদাসও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ; গৌরলীলার আনুষঙ্গিক কার্য্যের জন্য তাঁহারও আবির্ভাবের প্রয়োজন। সেন শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নীর যোগেই প্রভু তাঁহাকে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন; তাঁহার জন্ম প্রাকৃত জীবের জন্মের মত নহে—আবির্ভাবমাত্র।

ব্রজলীলায় বীরাদূতী গোপসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করিতেন। সেন শিবানন্দও গৌরভক্তগণকে নীলাচলে প্রভুর নিকটে নিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত করাইতেন। উভয় লীলাতেই তাঁহার কাজ প্রায় একই রকম

৪৭। **তবে**—মহাপ্রভু শিবানন্দকে পুরীদাসের ভবিষ্যদ্ জন্মের কথা বলার পরে। **মায়ের গর্ভে**—শিবানন্দ-পত্নীর গর্ভে। **সেইত কুমার**—প্রভুর উল্লিখিত কুমার, পুরীদাস।

নীলাচলেই গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, শিবানন্দ দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পরে, জন্ম হইয়াছিল।

৪৯। পুরীদাসের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ-সেন তাঁহাকে লইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। প্রভু তখন কৃপা করিয়া পুরীদাসের মুখে প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া পুরীদাসের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই "শ্রবসোঃ কুবলয়মিত্যাদি" শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনামূলক একটী নূতন শ্লোক পুরীদাসের মুখে স্ফুরিত হইয়াছিল। অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

পদাঙ্গুষ্ঠ—পায়ের অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি)। **পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল**—শক্তিসঞ্চার করাইবার নিমিত্ত।

৫০। **ভাগ্যসিন্ধু**—ভাগ্যরূপ সমুদ্র; ইহাদ্বারা শিবানন্দের সৌভাগ্যের অসীমত্ব সূচিত হইতেছে। **পার**—অন্ত। **যার সব গোষ্ঠীকে**—যে শিবানন্দের আত্মীয়-স্বজনাদিকে প্রভু আপন-জন বলিয়া মনে করেন। **আপনার**—প্রভুর আপন-জন। "ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার"-স্থলে "ভাগ্যের সীমা কে পারে কহিবার" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৫১। **করিল ভোজন**—প্রভু ভোজন করিলেন।

৫২। **প্রকৃতি-পুত্র**—স্ত্রী-পুত্র। **যাবত**—যে পর্য্যন্ত। **এথায়**—এই স্থানে নীলাচলে থাকে। **অবশেষ-পাত্র**—ভুক্তাবশেষ। প্রভু কখনও স্ত্রী-শব্দটীও উচ্চারণ করিতেন না, "প্রকৃতি" বলিতেন।

নদীয়াবাসী মোদক তার নাম 'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকটে তার ঘর ॥৫৩
বালক-কালে (প্রভু) তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥ ৫৪
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে ॥ ৫৫
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল—॥ ৫৬
পরমেশ্বর ! কুশলে হও ? ভাল হৈল আইলা।
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে'
সেহো প্রভুকে কহিলা ॥ ৫৭
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল ॥ ৫৮
প্রশ্রয় পাগল,—শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেইগুণে ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৩। **নদীয়াবাসী**—নবদ্বীপ-নিবাসী। **মোদক**—ময়রা। **পরমেশ্বর**—ঐ ময়রার নাম ছিল পরমেশ্বর। **মোদক বেচে**—মুড়ি-মোয়া বেচিত।

প্রভুর বাটীর ইত্যাদি—নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটেই পরমেশ্বর-মোদকের বাড়ী ছিল।

৫৪। **দুগ্ধখণ্ড মোদক**—দুগ্ধ ও গুড় যোগে প্রস্তুত মোদক বিশেষ ; অথবা দুধ, গুড় ও মোদক।

৫৫। **প্রভুবিষয় স্নেহ**—যে স্নেহের বিষয় হইতেছেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ; প্রভুর প্রতি স্নেহ। **তার**—পরমেশ্বর মোদকের। **বালক কাল হৈতে**—প্রভুর বাল্যকাল হইতে।

৫৬। **পরমেশ্বরা** ইত্যাদি—পরমেশ্বর মোদক নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। **পুছিল**—প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫৭। **মুকুন্দার মাতা**—পরমেশ্বর মোদকের স্ত্রী ; সম্ভবতঃ মোদকের পুত্রের নাম মুকুন্দ ছিল।

৫৮। **প্রভু সঙ্কোচ হৈলা**—প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় কোনও প্রসঙ্গ সন্ন্যাসীর নিকটে উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ; সরল-প্রাণ পরমেশ্বর মোদক এসব কিছু জানিত না বলিয়া প্রভুর নিকটে তাহার স্ত্রীর আগমন-বার্ত্তা বলিয়াছে ; কিন্তু সন্ন্যাসী-শিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাঁহার নিকটে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা বাঞ্ছনীয় নহে—ইহাই বোধ হয় প্রভু তাঁহার সঙ্কোচভাব দ্বারা মোদককে জানাইলেন। **তথাপি**—প্রভুর নিকটে স্ত্রীলোকের-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরমেশ্বর-মোদক অন্যায় করিয়া থাকিলেও। **তাহার প্রীতে**—মোদকের প্রীতিবশতঃ ; প্রভুর প্রতি মোদকের যে অত্যন্ত প্রীতি আছে, তাহা মনে করিয়া।

৫৯। **প্রশ্রয় পাগল**—যে পাগল নিজের মনের ভাবকে প্রশ্রয়ই দেয়, যথেচ্ছভাবে চলিতে দেয়, যে মনের ভাবকে কখনও সংযত করিতে চেষ্টা করে না, যাহা মনে আসে তাহাই যে বলে এবং করে, তাহাকেই প্রশ্রয় পাগল বলে। এই পয়ারে পরমেশ্বর-মোদককেই প্রশ্রয়-পাগল বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর-মোদক বাস্তবিক পাগল নহে, পাগলের মত তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছিল না ; তাহার সরলতা এবং প্রেমোন্মত্ততাকে লক্ষ্য করিয়াই স্নেহভরে তাহাকে "প্রশ্রয় পাগল" বলা হইয়াছে—কোনও বালকের বিবেচনাশূন্য কোনও কাজ দেখিলে আমরা যেমন বলিয়া থাকি "ছেলেটী পুরা পাগল—কি একদম পাগল।"

শুদ্ধ—অত্যন্ত সরল। **বৈদগ্ধী**—পরিপাটী বা চাতুর্য্য।

পরমেশ্বর-মোদক অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিল ; চতুরতাও তাহার মোটেই ছিল না ; সুতরাং কোন্ স্থলে কিরূপ কথা বলা উচিত, তাহা বিচার করিয়া দেখার ক্ষমতা বা চেষ্টাও তাহার ছিল না। তাই বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর-মোদক "শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে॥" তাহার প্রাণও অত্যন্ত সরল ; প্রভুর-প্রতিও তাহার অত্যন্ত প্রীতি ; যে স্থানে প্রীতির আধিক্য, যে স্থানে সরলতা, সে স্থানে কোনওরূপ সঙ্কোচের স্থান নাই ; তাই, সরল-প্রাণে পরমেশ্বর-

পূর্ব্ববৎ সভা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন ॥ ৬০
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৬১
প্রভুর প্রিয় নানাদ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যেঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে ॥ ৬২
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্র্যে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৬৩
এই মত নানালীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড় দেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৪
সব ভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্বভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন—॥ ৬৫
প্রতিবৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে-যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে ॥ ৬৬
তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সভার সঙ্গ-সুখলোভ বাঢ়ে চিত্তে ॥ ৬৭
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন কি পারি বলিতে ॥ ৬৮
আচার্য্যগোসাঞি আইসেন, মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বন্ধ আমি শুধিতে না পারি ॥ ৬৯
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মোদক প্রভুর নিকটে তাহার মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে—সন্ন্যাসী-প্রভুর নিকটে স্ত্রীলোকের কথা বলা যে উচিত নহে, তাহার সরলতা ও প্রীতির আধিক্যবশতঃ সে এ কথা বিবেচনাই করিতে পারে নাই।

তার সেই গুণে—পরমেশ্বর মোদকের সরলতা ও প্রীতির আধিক্য দেখিয়া। স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় প্রভুর দুঃখ হওয়ার হেতু থাকিলেও যে সরলতা ও প্রীতির আধিক্যবশতঃ পরমেশ্বর-মোদক তাহা উত্থাপিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই সরলতা ও প্রীতির কথা ভাবিয়া প্রভু মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইলেন।

৬১। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত। **সব যাত্রা**—চাতুর্ম্মাস্য-সময়ে শ্রীনীলাচলে যে সকল উৎসব হয়, সেই সমুদয়। **মালিনী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণীর নাম মালিনী।

৬২। **সেই ব্যঞ্জন**—প্রভু যে সমস্ত ব্যঞ্জন ভালবাসেন, সে সমস্ত ব্যঞ্জনের উপকরণ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই সমস্ত উপকরণ-যোগে প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জনাদি পাক করিলেন। **ঘর-ভাতে**—গৃহে পাক করা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা। মালিনী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-রমণীগণ গৃহে পাক করিয়াই প্রভুকে আহার করাইতেন।

৬৪। **গৌড় দেশ**—বাঙ্গালা দেশে। **ভক্তে**—বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে।

৬৬-৬৭। প্রতি বৎসর নীলাচলে আসা-যাওয়া করিতে তোমাদের যে অত্যন্ত দুঃখ হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিলেও তোমাদিগকে নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিতে পারি না; কারণ, তোমাদিগের সঙ্গ-সুখ লাভ করার নিমিত্ত আমার চিত্তে অত্যন্ত বলবতী লালসা আছে। আমার নিষেধ মানিয়া তোমরা যদি না আইস, তাহা হইলে তো আর তোমাদের সঙ্গসুখ লাভ হইবে না। তাই আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতে পারি না।

৬৮। এক্ষণে প্রভু তাঁহার পার্ষদদের এবং গৌরের ভক্তদের প্রীতির মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

আজ্ঞা লঙ্ঘি—প্রীতির আধিক্যেই শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নীলাচলে আসেন। ৩।১০।৪-৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। **শুধিতে না পারি**—আচার্য্য-গোসাঞির প্রেমঋণ আমি (প্রভু) শোধ করিতে পারি না।

৭০। **মোর লাগি**—আমার নিমিত্ত। **দুর্গম পথ**—যে পথে চলিতে অত্যন্ত দুঃখ ও বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। নীলাচলে আসার পথ তখন খুব দুর্গম ছিল।

আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সভার লাগিয়া ॥ ৭১
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো-সভার ঋণ করিব শোধন ॥ ৭২
দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।
তাহাঁই বিকাই যাহাঁ বেচিতে তোমার মন ॥ ৭৩
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝর-নয়নে সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৪
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন ॥ ৭৫
সভাই রহিল, কেহো চলিতে নারিল।
আর দিন-পাঁচ-সাত এই মতে গেল ॥ ৭৬
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়—।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭১। প্রভু বলিতেছেন—"আমি তো এখানে বসিয়াই আছি; তোমাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একবারও গৌড়ে যাইতেছি না; তোমাদের জন্য আমাকে কোনও কষ্টই স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিবার নিমিত্ত তোমরা গৌড় হইতে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিতেছ।"

৭২। "আমি সর্ব্বত্যাগী দরিদ্র সন্ন্যাসী; আমার এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমি তোমাদের প্রেম-ঋণ শোধ করিতে পারি।" ভক্তবশ ভগবান্ কাহারও প্রেমঋণ শোধ করিতে চাহেনও না শোধ করেনও না। ভক্তের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিতে পারিলেই যে তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি বলেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ।

৭৩। আমার আর কিছুই নাই, আছে কেবল এই দেহটী; তাই আমার দেহটীকেই আমি তোমাদের নিকটে অর্পণ করিলাম; তোমাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া আমি তোমাদের নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিলাম। আমার এই দেহ এখন হইতে তোমাদেরই সম্পত্তি; যেখানে ইচ্ছা তোমরা আমার এই দেহকে বিক্রয় করিতে পার; যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, সেখানে আমি আমার এই দেহ বিক্রয় করিতে পারি।

এই পয়ার হইতে বুঝা গেল যে, প্রভুর দেহের একমাত্র মূল্য হইল প্রেম; প্রেম ব্যতীত শ্রীগৌরকে পাওয়া যায় না, শ্রীগৌরের সেবা পাওয়া যায় না। আবার ইহাও বুঝা গেল যে, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের এবং ভক্তবৃন্দের প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীগৌর তাঁহাদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—শ্রীগৌর এখন তাঁহাদেরই সম্পত্তি। তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই গৌর দিতে পারেন। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের এবং গৌর-ভক্তবৃন্দের কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরের কৃপা দুর্লভ। তাই বোধ হয়, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পরিকরবর্গের সহিত শ্রীগৌর-ভজনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পয়ার ও পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার পড়িলে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং" ইত্যাদি শ্লোকের কথা মনে হয়। ব্রজগোপীদিগের প্রেমের প্রতিদান দিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে চির-ঋণী হইয়া রহিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকটে আত্মবিক্রয় করিলেন।

তাহাঁই—সে স্থানেই; সেই ভক্তের নিকটেই।

যাঁহা—যে স্থানে; যে ভক্তের নিকটে। **তোমার মন**—তোমাদের ইচ্ছা।

৭৪। **অঝর নয়নে**—অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া। **দ্রবীভূত মন**—মন গলিয়া গেল।

৭৫-৬। সেই দিনই গৌড়ের ভক্তগণ দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভুর প্রেমক্রন্দনে সকলের চিত্ত বিগলিত হওয়ায় কেহই আর সেই দিন দেশে যাত্রা করিতে পারিলেন না—এইরূপে তাঁহারা আরও পাঁচসাত দিন নীলাচলে কাটাইয়া দিলেন।

৭৭। **অদ্বৈত**—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। **অবধূত**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। **পায়**—চরণে। **সহজে**—স্বভাবতঃই;

আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ?॥ ৭৮
তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্রবোধিয়া।
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥ ৭৯
নিত্যানন্দে কহেন—তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার ॥ ৮০
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৮১
নিজকৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সভারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে ॥ ৮২
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৩
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমার নিজ মুখের কোনও কথা স্বকর্ণে না শুনিলেও। **তোমার গুণে**—তোমার (প্রভুর) ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের কথা শুনিয়া। **জগৎ-বিকায়**—জগদ্বাসী লোক তোমার গুণের কথা শুনিয়াই স্বভাবতঃ তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে ; এমনি তোমার গুণ। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণোহরিঃ ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০ ॥"

৭৮। **আর তাতে**—তাতে আবার। **ঐছে**—ঐরূপে ; পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে উক্ত প্রকারে। **কৃপা-বাক্য-ডোর**—কৃপাপূর্ণ-বাক্যরূপ-ডোর (রজ্জু)। শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—"তোমার ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণের কথা শুনিলেই তোমাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত লোক অস্থির হইয়া পড়ে। তার উপর যদি তুমি সাক্ষাদ্‌ভাবে এইরূপ কৃপাপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যাদি প্রকাশ কর, তাহা হইলে, তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে, এমন সাধ্য কার আছে ?

৭৯। **সুস্থির হইয়া**—প্রেম-চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া।

৮০। **না আইস**—আসিও না। **তথাই**—গৌড়েই। **আমার সঙ্গ হইবে তোমার**—গৌড়েই তুমি আমার সঙ্গ পাইবে ; আবির্ভাবে প্রভু নিতাইচাঁদকে দর্শন দিবেন, ইহাই বোধ হয় প্রভুর উক্তির মর্ম্ম।

৮২। **কৃপাগুণে**—কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা।

৮৩। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভু সকলকেই কৃপারজ্জুতে আবদ্ধ করিয়াছেন ; তাঁহার এই কৃপারজ্জু কেহই ছেদন করিতে সমর্থ নহে। আরও ৭৭-৭৮ পয়ারে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥ আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে। তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে॥" প্রভুকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়ার শক্তি কাহারই নাই। তথাপি শ্রীনিত্যানন্দাদি গৌর-পার্ষদগণ কিরূপে গৌরকে ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে সমর্থ হইলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এই পয়ারে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে পারেন। কাহাকেও কৃপাডোরে বান্ধিয়াও যদি তিনি দূরে রাখিতে ইচ্ছা করেন, কৃপাডোর ছিন্ন না করিয়াও তিনি তাহা করিতে পারেন। গৌড়ের ভক্তদের সম্বন্ধেও তিনি ঐরূপই করিলেন—প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপাডোরে বান্ধিয়াছেন, ঐ বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি আবার তাঁহাদিগকে নিজের নিকট হইতে গৌড়ে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন ; তাই তাঁহারা প্রভুকে ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে সমর্থ হইলেন।

যৈছে নাচায়—যেভাবে চালান। **তাতে**—তাই ; সেই হেতু। **দেশান্তর**—অন্যদেশ ; গৌড়।

৮৪। শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গকে প্রভু কেন গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন, এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, কেন যে প্রভু তাঁহাদিগকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা প্রভুই জানেন ; অপর কাহারও ইহা জানিবার শক্তি নাই ; কারণ, ঈশ্বরের আচরণ জীবের ধারণার অতীত—"ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।" আর

পূর্ব্ববর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইল নদীয়ানগরে॥ ৮৫
আইর চরণ যাই করিলা বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল নিবেদন॥ ৮৬
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনীত-স্তুতি মাতাকে কহিলা॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারাই বা কেন প্রভুকে ছাড়িয়া গেলেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহারা না যাইয়া পারেন না—স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার শক্তি তাঁহাদের নাই—"কাষ্ঠের পুতুলী যেন কুহকে নাচায়।" বাজীকর পুতুলকে যে ভাবে নাচায়, পুতুলকেও যেমন সেই ভাবেই নাচিতে হয়, পুতুলের নিজের কর্ত্তৃত্ব যেমন কিছুই থাকে না, তদ্রূপ ঈশ্বর স্বীয় অনুগত জনকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেও সেই ভাবেই চলিতে হয়, অন্যরূপে চলিবার শক্তি তাহার থাকে না।—কারণ তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই।

পুতুলের কর্ত্তৃত্ব নাই, কোনও ইচ্ছাও নাই; সুতরাং বাজিকর যদৃচ্ছাক্রমে পুতুলকে চালাইতে পারে। জীবের নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্র-ঈশ্বরের অণু অংশ বলিয়া তাহারও অণু স্বাতন্ত্র্য আছে, (৩।১।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচালন-নিমিত্ত জীবের ইচ্ছাও আছে। এই ইচ্ছার ফলে জীব তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়াই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ জীবের সম্বন্ধে পুতুলের দৃষ্টান্ত বোধ হয় সম্যক্‌রূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মায়াবন্ধনের অতীত, যাঁহাদের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে মায়া কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাদের অণু-স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বিভু-স্বাতন্ত্র্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিয়া থাকে; কারণ, ঈশ্বরে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্তই তাঁহাদের অণু-স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করে। ইহার ফলে তাঁহারা সম্যক্‌রূপেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের অণু-স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরের বিভু-স্বাতন্ত্র্যের সহিত প্রায় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়; এই অবস্থায় তাঁহারাও প্রায় পুতুলের মতই হইয়া যায়েন। সুতরাং পুতুলের দৃষ্টান্ত বিশেষরূপে তাঁহাদের সম্বন্ধেই খাটে। এই পয়ারেও প্রকাশ্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দাদি পরিকরবর্গের সম্বন্ধেই পুতুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই মায়াতীত।

কাষ্ঠের পুতুলী—কাঠের পুতুল; যার নিজের কোনও কর্ত্তৃত্বই নাই। **কুহকে**—কুহক-নিপুণ বাজিকর। বাজিকর কি উপায়ে পুতুলগুলিকে নাচায়, তাহা দর্শকগণ বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার কৌশলকে কুহক এবং তাহাকে কুহক-নিপুণ বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর চরিত্র—ঈশ্বরের আচরণ। যে কোনও কাজ করিতে যিনি সমর্থ, যে কোনও কাজকে অন্যরূপ করিতেও যিনি সমর্থ, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে কখনও কিছু না করিয়া থাকিতেও যিনি সমর্থ, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। **কিছু বুঝন না যায়**—অচিন্তনীয়; ধারণার অতীত।

৮৫। **জগদানন্দ**—জগদানন্দ-পণ্ডিত। **আই**—মাতাকে; শচীমাতাকে।

৮৬। **যাই**—যাইয়া। **প্রসাদ বস্ত্র**—প্রসাদ ও বস্ত্র, যাহা প্রভু পাঠাইয়াছেন। **কৈল নিবেদন**—শচীমাতাকে দিলেন।

৮৭। **প্রভুর নাম করি**—প্রভু আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইয়াছেন, এইরূপ বলিয়া। **বিনীত স্তুতি**—দৈন্যমূলক-স্তুতি। (এস্থলে এইরূপ একটী স্তুতির উদাহরণ দেওয়া হইল:—শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে প্রভু একবার বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "শ্রীবাস! তুমি মাতাকে বলিও:—"তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ॥ তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥ বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ। এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥ কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন॥ ২।১৫।৪৯ ৫২॥"

জগদানন্দ পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রিদিনে ॥ ৮৮
জগদানন্দ কহে—মাতা! কোন-কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৮৯
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা—।
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯০
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাত আমি খাই, তেঁহো 'স্বপ্ন' করি মানে ॥ ৯১
মাতা কহে—কভু রান্ধোঁ উত্তম ব্যঞ্জন।
'নিমাঞি ইহা খায়' ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯২
পাছে জ্ঞান হয়—মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন ॥ ৯৩
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৪
নদীয়ার ভক্তগণ সভারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সভে আনন্দ হইলা ॥ ৯৫
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাইয়া আচার্য্য হইল আনন্দ ॥ ৯৬
বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলেন ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৭
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্যকথাসুখে ॥ ৯৮
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ৯৯
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সে-ই মানে 'পাইল চৈতন্য' ॥ ১০০
শিবানন্দ-সেন গৃহে যাইয়া রহিলা।
চন্দনাদিতৈল তাহাঁ একমাত্রা কৈলা ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৮। এই পয়ারের অন্বয়—জগদানন্দকে পাইয়া শচীমাতা আনন্দিত মনে রাত্রিদিনে জগদানন্দ-কথিত প্রভুর কথা শুনিতেন। জগদানন্দ শচীমাতার নিকটে প্রভুর কিরূপ কথা বলিতেন, তাহার একটী উদাহরণ পরবর্ত্তী কয় পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

৮৯। **এথা আসি**—এই স্থানে—নদীয়ায়—আসিয়া; আবির্ভাবে।

৯০। **কহে**—নীলাচলে তাঁহার সঙ্গীদের নিকটে বলেন। **আকণ্ঠ পূরিয়া**—উদর হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া।

৯১। **সাক্ষাত** ইত্যাদি—মাতার সাক্ষাতেই আমি ভোজন করিয়া থাকি, মাতাও আমাকে দেখেন; কিন্তু দেখিয়াও তিনি ইহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন; আমিই যে সাক্ষাতে খাইতেছি, মাতা ইহা মনে করেন না।

৯২। **রান্ধোঁ**—রান্ধি; পাক করি।

৯৬। **আচার্য্য**—অদ্বৈত-আচার্য্য।

৯৭। **বাসুদেব** ইত্যাদি—বাসুদেব ও মুরারিগুপ্ত জগদানন্দকে পাইয়া।

১০০। **পাওল চৈতন্য**—চৈতন্যকে পাইলাম। চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দকে পাইয়াই সকলে মনে করিলেন যেন চৈতন্যকেই পাইলেন। গৌরের প্রেমপাত্র জগদানন্দের হৃদয়ে গৌরের "সতত বিশ্রাম।"

১০১। জগদানন্দ-পণ্ডিত শিবানন্দ-সেনের গৃহে যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে অবস্থানকালে একমাত্রা চন্দনাদি-তৈল প্রস্তুত করাইলেন। **একমাত্রা**—ষোল সের; **চন্দনাদি-তৈল**—ইহা একটী ঔষধ-তৈলের নাম; এই তৈল ব্যবহারে বায়ুর ও পিত্তের দোষ নষ্ট হয়, ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরে বলাধান হয়। "বাত-পিত্ত-হরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম্—ইতি ভৈষজ্যরত্নাবলী।"

মহাপ্রভুকে অনেক সময় ব্রতাদি উপলক্ষ্যে উপবাসাদি করিতে হয়, কীর্ত্তনাদির মত্ততায় কখনও বা অসময়ে আহারাদি করিতে হয়। কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখে অনেক সময়ে রাত্রি-জাগরণাদিও করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে প্রভুর বায়ু ও পিত্ত কুপিত হওয়ার সম্ভাবনা; চন্দনাদি-তৈল ব্যবহারে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হইতে পারে মনে

সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া॥ ১০২
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভুর অঙ্গে দিহ তৈল' গোবিন্দে কহিল॥ ১০৩
তবে প্রভুঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদিতৈল আনিয়াছেন॥ ১০৪
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্তবায়ুব্যাধিপ্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥ ১০৫
এক কলস সুগন্ধিতৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহাঁ আনিয়াছে বহু যতন করিয়া॥ ১০৬
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধিতৈল—পরমধিক্কার॥ ১০৭
জগন্নাথে দেহ তৈল—দীপ যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হইব পরম সফলে॥ ১০৮
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত—কিছু না কহিল॥ ১০৯
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার॥ ১১০
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে—।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দনে॥ ১১১
এই সুখ-লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ, তোমাসভার পরিহাস?॥ ১১২
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে॥ ১১৩
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুঠাঞি আইলা॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়াই জগদানন্দ অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর জন্য এই তৈল তৈয়ার করাইয়াছেন। প্রভুর প্রতি জগদানন্দের শুদ্ধা প্রীতি; যেখানে শুদ্ধাপ্রীতি, সেখানে প্রভুর ঈশ্বরত্বের জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। যেখানে প্রীতি, সেখানেই প্রিয়ব্যক্তির দুঃখাদির আশঙ্কা চিত্তে উদিত হয়। তাই, প্রভুর নিমিত্ত পণ্ডিত-জগদানন্দের তৈল প্রস্তুত করা। প্রভুর নর-লীলা বলিয়া প্রভুও সময় সময় সাধারণ নরের ন্যায় স্বীয় দেহে রোগাদি প্রকট করিতেন।

১০২। **গাগরী**—কলসী।

১০৫। **পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ**—পিত্তরোগের ও বায়ুরোগের যন্ত্রণা। **শান্তি হঞা যায়**—দূর হয়।

১০৭। **তৈলে অধিকার**—গায়ে তৈল মাখিবার অধিকার সন্ন্যাসীর নাই। **তাহাতে আবার**—সামান্য তৈল ব্যবহারেই সন্ন্যাসীর অধিকার নাই; তাতে আবার জগদানন্দের আনীত তৈল সুগন্ধবিশিষ্ট। **পরম ধিক্কার**—(এই সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা) অত্যন্ত লজ্জার কথা।

১০৮। **দীপ**—প্রদীপ। (শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে)। **তাঁর পরিশ্রম**—জগদানন্দের তৈল আনার পরিশ্রম।

১০৯। **মৌন করি**—চুপ করিয়া।

১১০। **দিন দশ গেলে**—দিন দশেক পরে। **গোবিন্দ জানাইল**—প্রভুকে জানাইল। প্রভু যেন চন্দনাদি-তৈল ব্যবহার করেন, ইহাই জগদানন্দের ইচ্ছা—একথা প্রভুকে গোবিন্দ জানাইল।

১১১। **মর্দ্দনিয়া**—যে তৈল মর্দ্দন করে। **করিতে মর্দ্দনে**—আমার (প্রভুর) দেহে তৈল মাখিয়া দিতে।

১১৩। **দারী**—স্ত্রী-সঙ্গী।

এই কয় পয়ারে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—জগদানন্দের আনীত সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে। আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহারে আমার অধিকার নাই। পিত্ত-বায়ু রোগাদি দূর করার উদ্দেশ্যে এই তৈল ব্যবহার করিলে আমার পক্ষে দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার চেষ্টামাত্রই করা হইবে; কিন্তু দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই—এইরূপে দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে

প্রভু কহে—পণ্ডিত ! তৈল আনিলে গৌড়হতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৫
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ দেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে ॥ ১১৬
পণ্ডিত কহে—কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥ ১১৭
এত বলি ঘরে হৈতে তৈল-কলস লঞা।
প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৮
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া।
সুতিয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া ॥ ১১৯
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
'উঠহ পণ্ডিত !' করি কহেন ডাকিয়া ॥ ১২০
'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে ॥' ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাখিতে পরমার্থ-বিষয় হইতে মন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িবে—সুতরাং ইহাতে আমার পরকাল নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। আর, এই সুগন্ধি তৈল গায়ে-মাথায় মাখিয়া আমি যখন রাস্তায় বাহির হইব, ইহার গন্ধ পাইয়া লোকে মনে করিবে যে, আমি নিশ্চয়ই স্ত্রী-সঙ্গী, কোনও স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্তই আমি এই বিলাসিতামূলক সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি—সুতরাং ইহার পরে লোকের কাছে মুখ দেখানও আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

১১৭। প্রভুর কথা শুনিয়া জগদানন্দ বলিলেন—"আমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি,—এমন মিথ্যাকথা তোমাকে কে বলিল ? আমি কখনও গৌড় হইতে তৈল আনি নাই।" ইহা জগদানন্দের সহজ-উক্তি নহে, পরন্তু প্রণয়-রোষ-জনিত বক্রোক্তি। ইহার ধ্বনি এই যে—"আমি যে গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি, ইহা সত্য; এবং এই তৈল যে তোমার নিমিত্তই আনিয়াছি, ইহাও সত্য। আশা করিয়াছিলাম, তুমি ইহা ব্যবহার করিবে, তাতে তোমার বায়ু-পিত্ত-দোষ দূর হইবে। কিন্তু তুমি যখন ব্যবহারই করিলেনা, তখন এই তৈল আনা না আনা সমানই হইল। তোমার বায়ু-পিত্ত-ব্যাধির আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বে যে দুঃখ ভোগ করিতাম, এখন তৈল আনার পরেও (তুমি যখন তৈল ব্যবহার করিলে না, তখন) সেই দুঃখই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং তৈল না আনার অবস্থাই তোমার থাকিয়া গেল, আমারও থাকিয়া গেল। তাই আমি বলিতে পারি, আমি এই তৈল যেন আনিই নাই।"

১১৮। প্রেম-রোষ-জনিত অভিমানের ভরে জগদানন্দ প্রভুর সাক্ষাতেই তৈলের কলসটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই কার্য্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, "আমি তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি; সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, দেখ।" ইহাও প্রেম-রোষের পরিচায়ক।

১১৯। **সুতিয়া**—শয়ন করিয়া। **কপাট মারিয়া**—দরজা বন্ধ করিয়া।

১২১। প্রভু দেখিলেন, প্রেম-ক্রোধে জগদানন্দ দুইদিন পর্য্যন্ত অনাহারে নিজের গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছেন। দেখিয়া প্রভুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাই তৃতীয় দিনে প্রভু তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত এক কৌশল করিলেন। প্রভু নিজেই জগদানন্দের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"জগদানন্দ পণ্ডিত ! উঠ; আজ তোমার এখানে আমার নিমন্ত্রণ রহিল; তুমি নিজে রন্ধন করিয়া আজ আমাকে খাওয়াইবে; আমি এখন শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতেছি; মধ্যাহ্নে আসিয়া আহার করিব।"

কোনও কারণে পতির উপর রাগ করিলে পতিগতপ্রাণা পত্নী অনেক সময় আহার ত্যাগ করিয়া চুপচাপ্ শুইয়া থাকেন; তখন পতি তাঁহাকে সোহাগ-ভরে ডাকিলেও উত্তর করেন না, খাওয়ার নিমিত্ত সাধাসাধি করিলেও খায়েন না। সংসারের কাজকর্ম্মও হয়তো কিছুই করেন না। কিন্তু পতি যদি বলেন—"আমার ক্ষুধা হইয়াছে, শীঘ্র পাক করিয়া খাওয়াও।" তাহা হইলে পতিপ্রাণা পত্নী আর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন না—তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকেন; কারণ, পতির কষ্টের সম্ভাবনায় পতিপ্রাণা-পত্নী কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জগদানন্দের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। প্রভুর উপর রাগ করিয়া তিনি কপাট বন্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া রহিলেন; কিন্তু প্রভু যখন বলিলেন "আমি আজ তোমার হাতে খাইব," তখন আর তিনি

এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানাব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২২
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে ॥ ১২৩
সঘৃতশাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল ॥ ১২৪
অন্নব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥১২৫
প্রভু কহে—দ্বিতীয় পাতে বাঢ় অন্নব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥১২৬
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু—না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন—॥ ১২৭
আপনে প্রসাদ লয়েন, পাছে মুঞিঃ লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু? ১২৮
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদু পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১২৯
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে এত স্বাদ?
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ১৩০
আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া প্রভুর নিমিত্ত পাক করিতে গেলেন। জগদানন্দ দ্বাপর-লীলায় ছিলেন সত্যভামা; প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই; সুতরাং তাঁহাদের এই প্রণয়-কলহ দাম্পত্য-কলহের অনুরূপই।

১২৩। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—স্নানাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়া। **দিলেন আসনে**—প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া জগদানন্দ প্রভুকে আসন দিলেন, আহারে বসিবার নিমিত্ত।

১২৪। **সঘৃত শাল্যন্ন**—শালি-চাউলের অন্ন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া।

১২৫। জগদানন্দ যাহা পাক করিয়াছেন, তাহা সাজাইয়া তাহার উপর তুলসী-মঞ্জরী দিয়া প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত দিলেন; এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ, প্রসাদী পিঠা-পানাদিও প্রভুর সাক্ষাতে রাখিয়া দিলেন।

১২৬। প্রভু আহার করিয়া গেলে জগদানন্দ পাছে আহার না করেন, তাই প্রভু বলিলেন—"দ্বিতীয় পাত্রে তোমার জন্যও অন্নব্যঞ্জন লও; তুমি আমি আজ একত্রে আহার করিব।"

১২৮। জগদানন্দের অপেক্ষায় প্রভু হাত তুলিয়া আছেন; আহার করিতেছেন না দেখিয়া জগদানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি এখন আহার কর; আমি পরে আহার করিব। তুমি যখন আমার আহারের নিমিত্ত এত আগ্রহ করিতেছ, তখন আমি আর কিরূপে আহার না করিয়া পারি।" জগদানন্দ না খাইলে প্রভুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে ভাবিয়াই পণ্ডিত আহার করিতে সম্মত হইলেন।

১২৯। **সুখে**—জগদানন্দ আহার করিবেন শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। **স্বাদু**—স্বাদ; সুস্বাদ।

১৩০। **ক্রোধাবেশে**—ক্রোধের আবেশে; ক্রুদ্ধ অবস্থায়। মনে যখন ক্রোধ থাকে, তখন পাক করিতে গেলে রন্ধনে সম্যক্ মনোযোগ দেওয়া যায় না; তাই ব্যঞ্জনাদির স্বাদ খুব মধুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। **এই ত জানিয়ে**—ইহা হইতেই জানিতে পারিলাম।

তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ—তোমার প্রতি কৃষ্ণের যথেষ্ট অনুগ্রহ।

১৩১। "ক্রোধাবেশে" হইতে "উত্তম করিয়া" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। ব্যঞ্জনের স্বাদে অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু সপ্রেম-বচনে জগদানন্দকে বলিলেন—"লোকের মনে যখন ক্রোধ থাকে, তখন রন্ধন করিতে গেলে রন্ধনে সম্যক্ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না; সুতরাং ব্যঞ্জনাদির স্বাদও তখন খুব মধুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত! ক্রোধের অবস্থায়ও তুমি যাহা পাক করিয়াছ, তাহার স্বাদ দেখিতেছি অমৃতের তুল্য; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ তোমার হাতের ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তোমার দ্বারা উত্তমরূপে রন্ধন করাইয়াছেন এবং তিনি রন্ধন করাইয়াছেন বলিয়াই এই ব্যঞ্জনে এত স্বাদ।"

ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন ॥ ১৩২
পণ্ডিত কহে—যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥ ১৩৩
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানাব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু—খায়েন হরিষে ॥১৩৪
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৫
বারবার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুন সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৬
কিছু বলিতে নারেন প্রভু—খায়েন সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৭
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান—।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগদানন্দের প্রতি প্রভুর এই উক্তি কেবল প্রেমজনিত প্রশংসা বা স্তোকবাক্যমাত্র নহে; স্বরূপতঃও ইহা সত্য; শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই আদেশ করিয়া তাঁহার দ্বারা রন্ধন করাইয়াছেন, প্রভু নিজে খাইবেন বলিয়া—'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।"

উত্তম করিয়া—ভাল করিয়া; যে রূপ উত্তম হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিতে পারেন, তদ্রূপ করিয়া।

১৩২। **ঐছে**—ঐরূপ। **অমৃত**—অমৃতের তুল্য সুস্বাদ। **কে করু বর্ণন**—কে বর্ণন করিতে সমর্থ; কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

১৩৩। **পাককর্ত্তা**—রন্ধনের কর্ত্তা বা অধ্যক্ষ। **সামগ্রী-আহর্ত্তা**—রন্ধনের দ্রব্যাদি আহরণ (সংগ্রহ)-কারী; যাহারা দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দেয়।

প্রভুর প্রশংসাবাক্য শুনিয়া দৈন্যভাবে পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভু, তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ নিজে খাইবেন বলিয়া আমাদ্বারা পাক করাইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমি পাক করি নাই; শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পাক করিবার সামর্থ্য আমার নাই, যিনি আহার করিবেন, তিনিই বাস্তবিক পাক করিয়াছেন, আমি কেবল পাকের দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দিয়াছি মাত্র।" জগদানন্দের এই উক্তি মিথ্যা-দৈন্যমাত্র নহে; ইষ্টদেবতার ভোগের নিমিত্ত রন্ধনাদিতে সাধকের মনের ভাব এইরূপই থাকে। ৩.৬.১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আরও একটী রহস্য আছে। পূর্ব্ব ১৩১ পয়ারে প্রভু বলিলেন—"আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া। তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥" ইহার উত্তরে জগদানন্দ বলিলেন—"যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা।" পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের নাম করিলেন না, শুধু "যে" "সে" বলিলেন। বাহ্যতঃ এই "যে সে"-তে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু পণ্ডিতের গূঢ় অভিপ্রায় বোধ হয় তাহা নহে; তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই "যে সে" বলিয়াছেন—প্রভুর নিমিত্তই, প্রভুর আদেশেই পণ্ডিত পাক করিয়াছেন; পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রভুর সাক্ষাতে স্থাপন করার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছেন বলিয়াও বুঝা যায় না; অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত কলার পাতায় এবং কলার ডোঙ্গায় সাজাইয়া "অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী।" এই ভাবেই তিনি প্রভুর সাক্ষাদ্ ভোগের নিমিত্ত সমস্ত উপকরণ উপস্থিত করিলেন।

১৩৪। **পরিবেশে**—পরিবেশন করে। **ভয়ে**—জগদানন্দের অসন্তুষ্টির ভয়ে। প্রভু জগদানন্দের প্রেমের বশীভূত বলিয়াই তাঁহার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত; নচেৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ভয়ের হেতু কোথাও থাকিতে পারে না। এই ভয়ও প্রেমের একটি বৈচিত্রী।

১৩৭। **ত্রাসে**—ভয়ে; জগদানন্দ যাহা দিতেছেন, তাহা না খাইলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আবার উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকেন, এই আশঙ্কায়।

১৩৮। **এবে কর সাবধান**—এক্ষণে পরিবেশন বন্ধ কর।

তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥ ১৩৯
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে'॥ ১৪০
পণ্ডিত কহে—প্রভু ! যাই করেন বিশ্রাম।
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান ॥ ১৪১
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই-রঘুনাথ।
ইঁহাসভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪২
প্রভু কহে—গোবিন্দ ! তুমি ইহাঁই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥ ১৪৩
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন—॥ ১৪৪
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসংবাহনে।
কহিয়—'পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে' ॥ ১৪৫
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥ ১৪৬
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সভারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪৭
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুন—॥ ১৪৮
'জগদানন্দ প্রসাদ পায় কিনা পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়' ॥ ১৪৯
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বস্ত্যে করিল শয়ন ॥ ১৫০
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে।
'সত্যভামা কৃষ্ণের যেন' শুনি ভাগবতে ॥ ১৫১
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিব সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা ॥ ১৫২
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেইজন।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৯। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধির নিমিত্ত তুলসীপত্র বা লবঙ্গাদি। **মাল্যচন্দন**—প্রভুর গলায় প্রসাদী পুষ্পমালা এবং দেহে প্রসাদী চন্দন দিলেন।

১৪০। **চন্দনাদি**—মুখবাস, মাল্য ও চন্দন। **সেই স্থানে**—আহারের স্থানে ; নিজে বসিয়া থাকিয়া জগদানন্দকে খাওয়াইবার নিমিত্ত প্রভু সেই স্থানেই রহিলেন ; পাছে পণ্ডিত না খাইয়াই থাকেন, এই আশঙ্কায়। **আমার আগে** ইত্যাদি—ইহা পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৪৫। **পাদসংবাহন**—প্রভুর পদসেবা। **কহিয়**—(পণ্ডিত গোবিন্দকে বলিলেন,) "তুমি প্রভুর নিকটে বলিও।"

১৪৬। **তোমারে প্রভুর শেষ**—তোমার নিমিত্ত প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

১৫০। **পণ্ডিতের ভোজন**—পণ্ডিত যে ভোজন করিয়াছেন, সেই কথা। **স্বস্ত্যে**—স্বস্তিতে ; শান্তিতে ; নিশ্চিন্তমনে।

১৫১। **জগদানন্দে প্রভুর প্রেম**—জগদানন্দের প্রতি প্রভুর প্রেম। অথবা জগদানন্দ ও প্রভু, এই উভয়ের প্রতি পরস্পরের প্রেম। **এই মতে**—এইরূপে ; মান-অভিমান, প্রণয়-রোষাদির ভিতর দিয়া। **সত্যভামা-কৃষ্ণের**—দ্বারকামহিষী সত্যভামার এবং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের। জগদানন্দ দ্বাপরলীলায় সত্যভামা ছিলেন। **ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতে।

১৫২। **সৌভাগ্য**—পতি-সোহাগের আতিশয্যকে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে। শ্রীরাধিকার পরে শ্রীসত্যভামার সৌভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। "যার (শ্রীরাধার) সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। ২।৮।১৪৩॥" সুতরাং সত্যভামার সৌভাগ্য অতুলনীয়। জগদানন্দ-পণ্ডিত সত্যভামা-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার সৌভাগ্যও অতুলনীয়। **তেঁহই**—জগদানন্দ পণ্ডিতই।

১৫৩। **প্রেম-বিবর্ত্ত**—প্রেমের বৈচিত্রীর কথা। অথবা, প্রেমের পরিপাকের (বিবর্ত্তের) কথা,

শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-
তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রেমের গাঢ়তার কথা। অথবা, বিবর্ত্ত—বৈপরীত্য; ভ্রম। প্রেম-বিবর্ত্ত—প্রেমের বৈপরীত্য; প্রেমবিষয়ে ভ্রম। তৈলভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া জগদানন্দ রুষ্ট হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া অনাহারে শুইয়া ছিলেন; রোষ হইল প্রেমের বিপরীত বস্তু; তাই ইহা হইল জগদানন্দের প্রেমের বিবর্ত্ত। আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া জগদানন্দের অনাহারে শুইয়া থাকাকে প্রভুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ মনে করা ভ্রম; ইহা বাস্তবিক ক্রোধ নহে; ইহা প্রেমের এক বৈচিত্রী। তাই ইহাকে ক্রোধ বলিয়া মনে করা ভ্রম—প্রেম-বিষয়ে ভ্রম (বা বিবর্ত্ত)। **প্রেমের স্বরূপ** ইত্যাদি—যিনি জগদানন্দের প্রেমের বৈচিত্রীর কথা শ্রবণ করেন, তিনি প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। **প্রেমের স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর) প্রীতি-বিধানই সেবার একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহাই প্রেমের-স্বরূপ।